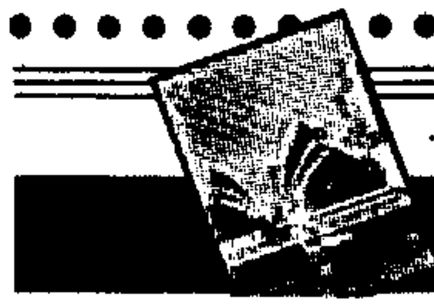

215

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... SEP. 6 .. 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

সিডনির চিঠি

প্রধানমন্ত্রীর ওপর বিলেতীয় আক্রমণ সিডনি'র বিনীত জবাব

অজয় দাশগুপ্ত

আসলে সিরাজুর রহমান ভাল জানেন, পৃথিবী এখনো এতটা রুচিহীন হয়নি। বিশ্বখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বেচাকেনার আবর্তে বন্দি নয়। শেখ হাসিনা যা পেয়েছেন তা তার অর্জন। এই অর্জনটুকু ভাল লাগে না বলে 'যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা'। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ব্যারিস্টার, উকিল, আমলা, জেনারেলদের ভাষা আমরা দেখেছি। বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির হীন রুচির পরিচয় পেয়েছি। কোনদিন এদের বিরুদ্ধে সরব হননি তারা। আজ হঠাৎ করে শেখ হাসিনার প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের এ কায়দা তাই মনে করিয়ে দেয় ষড়যন্ত্র প্রবহমান।

সাম্প্রতিক সময়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার স্বামী ডঃ ওয়াজেদের মধ্যকার শীতল সম্পর্ক নিয়ে প্রায়শই সংবাদ শিরোনাম হয়। প্রধানমন্ত্রী হবার পূর্ব থেকেই এর আলামত লক্ষ্য করা যাচ্ছিল, অতঃপর তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ডঃ ওয়াজেদের ক্ষোভ চতুর্গুণ বর্ধিত হয়ে প্রকাশ পেতে থাকে। কি, কি তিনি করেছেন, কেন তিনি তা করেন তা মূলত মনোবিজ্ঞানী বা চিকিৎসকের বিষয়। দেশ থেকে শত শত মাইল দূরে আমরা কেবল অনুমান করতে পারি এ জাতীয় শীতল সম্পর্কের ফলে প্রধানমন্ত্রী কতটা বিপদের মুখে পড়ছেন। বলাবাহুল্য ওয়াজেদ মিয়ারও এতে সম্মানহানি হচ্ছে। হয়ত আপাত উত্তেজনায় তিনি বুঝতে অক্ষম। এমনও হতে পারে ক্ষমতা ও সম্মানের পথে অগ্রবর্তী স্ত্রী তার নিদ্রা হরে নিয়েছে। পুরুষশাসিত সমাজে বড় হওয়া বহু ওয়াজেদ মিয়ার একই হাল। যেকোন রূপ শিক্ষাগত যোগ্যতা বা প্রতিপত্তিই থাকুক না কেন, এরা মানেন স্ত্রী হচ্ছে বশ্যতার বস্তু। স্বামীর পদতলে স্বর্গ খুঁজবেন তারা। ওয়াজেদ মিয়ার সাথে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে মাথাব্যথার কিছু নেই, আমরা কোন ব্যক্তিগত বিষয়ে কৌতূহলীও নই। প্রশ্ন হচ্ছে দেশের সরকার প্রধানের স্বামী বলেই কি তিনি যা খুশি তা করে বা বলে পার পেয়ে যাচ্ছেন? হচ্ছেন সংবাদ শিরোনাম? যদি তাই হয় অচিরে তার অযৌক্তিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করা উচিত। সাধারণ নাগরিক হিসেবে বসবাসযোগ্য অধিকার ও আইনের বাইরে বিস্তৃত কর্মপরিধির জন্য তার কাছে জবাবদিহিতা চাওয়া প্রয়োজন। বিষয়টি এখন আর দেশেই সীমাবদ্ধ নয়, ছড়িয়ে পড়েছে, বিদেশে যারা নব্য আওয়ামী লীগ বিরোধী তারা এটি সযত্নে লুফে নিতে দেরি করেননি। বিলেতের এমনি এক লেখার সূত্র ধরে এ প্রসঙ্গের অবতারণা।

এসব লেখার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত আক্রোশ ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিতৃষ্ণার প্রকাশ। এ লেখাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ওয়াজেদ মিয়ার সম্পর্ক তাই বেশিদূর এগোয়নি। যথানিয়মে পৌঁছে গিয়েছে মূল সূত্রে। সাংবাদিক তথা ভাষ্যকার হিসেবে সিরাজুর রহমান বিখ্যাতই বটে। দেশের প্রচার মাধ্যমগুলো জন আস্থা অর্জনে অসক্ষম বিধায় বিবিসি, ভোয়ার পোয়াবারো। সে সুবাদে বিবিসির সিরাজুর রহমান দেশেও বিখ্যাত। গত কিছুদিন থেকে বিলেত-ফেরত তথা বিলেতবাসী একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের কাছে বর্তমান সরকার ও তার প্রধান শেখ হাসিনা চক্ষুশূল। অজ্ঞাত কারণে এরা শেখ হাসিনার বিরোধিতা করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকে আঘাত করতেও পিছপা নন।

সম্প্রতি সিডনির এক বাংলা সাপ্তাহিকে পুনর্মুদ্রিত সিরাজুর রহমানের লেখা 'অপমানিত ডঃ ওয়াজেদ ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা' তারই প্রতিচ্ছবি।

লেখা থেকেই উদ্ধৃত করা যাক, পুরাতন গণভবনে (বর্তমানে সুগন্ধা) তার অফিসে আমাকে তার কাছেই বসালেন মুজিব ভাই। এদিকে ঝাঁকে ঝাঁকে স্তাবক ও চাটুকার আসছিল। তিয়াত্তরের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী বঙ্গবন্ধুকে দেখতে আসা অনুগামীদের একসঙ্গে 'চাটুকার' বানিয়ে দিলেন তিনি। ভাষা নিয়ে খেলা করেও বুঝতে পারলেন না স্তাবক বা চাটুকারের সংখ্যা ঝাঁকে ঝাঁকে হয় না। এরা সংখ্যায় অল্প হয়। ঝাঁক অনুসারী ও বঙ্গবন্ধুর প্রিয় বাঙালিকে এখন এদের 'চাটুকার' মনে হওয়াই স্বাভাবিক। অসঙ্গতভাবেই চলে এসেছেন ওয়াজেদ মিয়ার প্রসঙ্গে। শেখ হাসিনার বর্তমান অবস্থানের বিরুদ্ধে তার স্বামীকে এখন এদের খুব প্রয়োজন। ফলে বিগত চব্বিশ বছরে কখনো যা শুনিনি কিংবা দেখিনি তাই পেলাম এ লেখায়। লিখেছেন, "যে সময় প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরে থাকা সবাই পকেটভারি করতে এবং আখের গোছাতে ব্যস্ত সে সময়ও এবং প্রধানমন্ত্রীর নিকট-আত্মীয় হয়েও তিনি দেশের ভবিষ্যতের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, সে জন্যে আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ"। বলাবাহুল্য, এ পর্ব স্বাধীনতা-উত্তর মুজিবুর রহমান সম্পর্কে লিখিত।

কৃতজ্ঞ সিরাজুর রহমান যদি এ তথ্য শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হবার পূর্বে দিতেন জনগণ হয়তো ওয়াজেদ মিয়াকেই আওয়ামী প্রধানরূপে মেনে নিতো। এরপরই তিনি শেখ হাসিনার বর্তমান লন্ডন সফর প্রসঙ্গে চলে গিয়ে তাকে একহাত নিতে কসুর করেননি। তার মতে শেখ হাসিনার এ সফর সাংবাদিক মহলে কোন সাড়া তোলেনি। এমনকি টনি ব্লেয়ারের সাথে বাংলাদেশ উৎসব উদ্বোধন ঘোষণা সত্যতা স্বীকার করেও তিনি বলেছেন, এটি নাকি প্রধানমন্ত্রী দেশ থেকেও দিতে পারতেন। স্বামী কর্তৃক শেখ হাসিনাকে জিটিভি না দেখার পরামর্শ, সাজগোছ কমানোর কথাও লিখেছেন তিনি। পরক্ষণেই বাংলাদেশের বর্তমান সরকারকে প্রতিহিংসাপরায়ণ ও সংঘর্ষের জনক বলে আখ্যা দিয়েছেন। তার সর্বশেষ মন্তব্য শেখ হাসিনার প্রাপ্ত সম্মানসূচক ডিগ্রি নিয়ে। এগুলো কেনা, উচ্চমূল্যে ক্রীত এমন কথাও লিখেছেন তিনি (সেই উচ্চমূল্য যোগাড় করতে না পারার কারণেই সম্ভবত সিরাজুর রহমানের গলে ডিগ্রির শিকাটি ছেঁড়েনি)।

মনে হচ্ছে, বাংলাদেশের বর্তমান সংকটগুলোর উত্তরণ থমকে আছে একটি নির্দিষ্ট পয়েন্টে। শেখ হাসিনা ও ডঃ ওয়াজেদের সংকট কাটলেই এর সুরাহা সম্ভব। কাদের সিদ্দিকীর সাথে মতভেদ, সন্ত্রাস, ট্রান্সশিপমেন্ট বিতর্ক, রোড মার্চ, শান্তি চুক্তি নিয়ে ফ্যাসাদ, অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব বিষয়ই বুঝি ঐ একটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। সিরাজুর রহমান নির্বোধ নন। তিনি জানেন এটি কোন সমস্যা নয়, নয় কোন সমাধানেরও উৎস। কিন্তু তার এই রচনায় রয়েছে দুরভিসন্ধি ব্যক্তি আক্রোশের ভয়ানক চেহারা। ব্যক্তিগত ক্ষোভ চরিতার্থে শেখ হাসিনার স্বামীকে পুঁজি করে তিনি উগড়ে দিয়েছেন নিজের যত ক্লেদ। লন্ডনে বসে দেশের প্রধানমন্ত্রীর চরিত্র হননের পূর্বে নিজের বিবেককে প্রশ্ন করাই ছিল যৌক্তিক কাজ।

যে প্রসঙ্গগুলো শেখ হাসিনাকে অপমানের জন্য বলা হয়েছে, সেগুলো সবই জাতীয় সমস্যা। তাছাড়া সিরাজুর রহমান যাদের নেপথ্যভাষী তাদের আমলও দেখেছি আমরা। এখনো এদের বক্তব্য শুনি, পত্রিকায় পাই। জিহ্বা ছিঁড়ে ফেলা, বাকশালের নাম ধরে অকথ্য ভাষায় গালাগালি, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কটাক্ষ করা, এসব নেত্রীদের তার পছন্দ হতে পারে, বৃহত্তর জনগণের নয়। যতদূর জানি, সাজগোছ বা বিলাসব্যসনে শেখ হাসিনা তার পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রীকে ডিঙিয়ে যেতে পারেননি। তার আগে যিনি ক্ষমতায় ছিলেন তিনি তো বিশ্ববেহায়া হিসেবে পরিচিত। মিথ্যা ওয়াদা, আর ভণ্ডামির ক্ষেত্রেও তাই। সুতরাং এদের বিষয়ে নীরবতা আর সামান্য সুযোগে শেখ হাসিনার দফা রফা করার মধ্য দিয়ে সিরাজুর রহমানের খোলস খুলে পড়েছে। তার ভেতরে লুকিয়ে থাকা 'জাতীয়তাবাদী' চরিত্রের উন্মেষ দেখে তাই বিস্মিত হই না। শুধু অবাক লাগে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কটাক্ষ করা পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিপন্থী জেনেও, এত বছর বিলেতে থেকে তিনি তা শিখতে পারেননি।

তিনি যেখানে শেষ করেছেন সেটাই সবচেয়ে আপত্তির। শেখ হাসিনার প্রাপ্ত সম্মানসূচক ডিগ্রিগুলোকে নাকচ করতে গিয়ে তিনি বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও এক জাতীয় বেচাকেনার দায়ে অভিযুক্ত করতে ছাড়েননি। তার অভিমত এখন অর্থাভাবের কারণে সম্মানিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও সম্মানসূচক ডিগ্রি বিক্রি করছে। বল্গাহীন মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন, "যথেষ্ট উচ্চমূল্য দেয়া হলে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও নাকি ডক্টরেট ডিগ্রি ক্রয় করা সম্ভব।" যদি তার কথা সত্য বলে ধরে নেই তবু প্রশ্ন থাকে। শেখ হাসিনা কিংবা বর্তমান সরকারের পক্ষে এতটা মূল্য চুকানো কি সত্যি সম্ভব? সম্ভবপর হলেও কেন তারা তা করবেন? আর যদি করে থাকেন সিরাজুর রহমান বা তার তথ্যভাণ্ডার কেন জাতির স্বার্থে তুলে ধরছেন না?

আসলে সিরাজুর রহমান ভাল জানেন, পৃথিবী এখনো এতটা রুচিহীন হয়নি। বিশ্বখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বেচাকেনার আবর্তে বন্দি নয়। শেখ হাসিনা যা পেয়েছেন তা তার অর্জন। এই অর্জনটুকু ভাল লাগে না বলে 'যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা'।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ব্যারিস্টার, উকিল, আমলা, জেনারেলদের ভাষা আমরা দেখেছি। বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির হীন রুচির পরিচয় পেয়েছি। কোনদিন এদের বিরুদ্ধে সরব হননি তারা। আজ হঠাৎ করে শেখ হাসিনার প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের এ কায়দা তাই মনে করিয়ে দেয় ষড়যন্ত্র প্রবহমান।

দেশের ষড়যন্ত্রীদের সাথে একসূত্রে বাঁধা প্রবাসী নাটের গুরুর দল। শেখ হাসিনা ও ওয়াজেদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক অবনতির বাহানায় এরা ঢিল ছুঁড়ছেন মূল লক্ষ্যে।

ফলে ডঃ ওয়াজেদ মিয়াকে থামানো প্রয়োজন। অর্থাৎ অসংলগ্ন আচরণগুলো যেন সংবাদ শিরোনাম না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেয়া দরকার।

অন্যদিকে বাংলাদেশ সরকার প্রধানকে ছোট করার এ অপপ্রচেষ্টা রুখতে সকলের সম্মিলিত ঐক্যও জরুরি। গণতন্ত্র সমুন্নত রাখার জন্যে এটি করণীয় বটে। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে যে যাই বলুক দেখতে হবে তার সাথে জাতীয় সম্মানকে জড়ানো হচ্ছে কি না; এক্ষেত্রে তারই প্রতিফলন আমাদের চিন্তাকে ব্যথিত করে, করে ব্যাকুল। এসব লেখা মূলত সে উদ্দেশ্যকে বহন করে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়েই শেষ করতে চাই, "নিজেরে করিতে গৌরব দান, নিজেরে করি যে অপমান" এ যেন তারই প্রতিধ্বনি। সত্যিকার অর্থে অপমানের বুমেরাং চক্র বিলেতের দিকেই ফিরে যাচ্ছে নইলে সিডনি থেকে তার প্রতিবাদ হবে কেন? বিলেতের সংখ্যাগুরু বাঙালি এ জাতীয় রচনার সাথে একমত নয় জেনেও এটাকে বিলেতীয় আক্রমণ ভেবেছি, সিডনির উত্তর বলে মনে করি এ ক্ষুদ্র লেখাটি।